দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 5 JUN 2017 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

তালায় গ্রন্থাগারে বাড়ছে পাঠকের ভিড়

তালা (সাতক্ষীরা) সংবাদদাতা

জেলার তালা উপজেলায় মুক্তিযোদ্ধা আবদুস সালাম গণগ্রন্থাগারে ক্রমেই পাঠকের ভিড় বাড়ছে। হাজারো বইয়ের ভিড়ে পাঠক খুঁজে নিচ্ছেন তার পছন্দের বইটি। আবার বইপত্রের সঙ্গে জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ের প্রায় সকল সংবাদপত্র এখানে পাঠকের জন্য রাখা হয়েছে। আছে অনলাইনের সংবাদ পড়ার সুযোগ।

প্রথমে এটি 'তালা গণগ্রন্থাগার' নামে যাত্রা শুরু করলেও ২০১১ সালে নতুন নামকরণ করা হয়। এলাকার সার্বিক অবস্থা বিবেচনায় এ অঞ্চলে বসবাসরত মানুষদের জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি করে একটি উন্নততর সমাজ গঠনের জন্য মুক্তিযোদ্ধা আবদুস সালাম গণগ্রন্থাগার নামের এ প্রতিষ্ঠানটি গড়ে তোলার উদ্যোগ নেয় বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা উত্তরণ।

উদ্যোক্তারা জানালেন, আবদুস সালাম মোড়ল মুক্তিযুদ্ধে তালা অঞ্চলের মুজিব বাহিনীর নেতৃত্ব দেন। আজীবন তিনি ছিলেন গণমানুষের নিঃস্বার্থ সেবক। শিশু-কিশোর ও যুবকরা যেন এই মহান মুক্তিযোদ্ধার আদর্শে অনুপ্রাণিত হয় সে প্রত্যাশায় এই গণগ্রন্থাগারের নামকরণ করা হয়। গণগ্রন্থাগারের উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠান উত্তরণ'র পরিচালক শহিদুল ইসলাম বলেন, তরুণদের এগিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে, আলোকিত করে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে পাঠাগারের কোনো বিকল্প নেই। পিছিয়ে থাকা জনপদের ছেলেমেয়েরা এখানে এসে জ্ঞান আহরণে ব্যস্ত থাকে। এভাবে তারা নিজেদেরকে দক্ষ করে গড়ে তুলছে।

গণগ্রন্থাগার সূত্রে জানা যায়, গণগ্রন্থাগারের সংগ্রহে বর্তমানে আছে প্রায় ১০ হাজার বই ও এক হাজার ই-বুক রয়েছে। ৩৪টি স্থানীয় ও জাতীয় পত্রিকা এবং বিশ্ববিখ্যাত জার্নাল রয়েছে এখানে। এখানে রয়েছে রেফারেন্স বই সমৃদ্ধ রেফারেন্স গ্যালারি। রয়েছে ৮০ জন পাঠকের ব্যবহার উপযোগী দুইটি পাঠকক্ষ ও তিনটি কম্পিউটার। ফ্রি ওয়াইফাইয়ের ব্যবস্থাও রয়েছে এখানে। রয়েছে ২৫ জনের ব্যবহার উপযোগী কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কক্ষ।

গ্রন্থাগারে আছে ইমার্জেন্সি রেসপন্স উপকরণ সম্বলিত ডিজাস্টার রিসোর্স সেন্টার। বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রসহ বাংলাদেশের অন্য লাইব্রেরির সঙ্গে এই গ্রন্থাগারের রয়েছে নিয়মিত যোগাযোগ। তিনজন সার্বক্ষণিক কর্মী ও ২৪৭ জন স্বেচ্ছাসেবকের মাধ্যমে পরিচালিত হয় এই গ্রন্থাগারটি। গণগ্রন্থাগার সূত্র আরো জানায়, এই গ্রন্থাগারে দুই ধরনের সদস্য রয়েছেন। নিবন্ধিত ও অনিবন্ধিত। নিবন্ধিত সদস্যদের বই প্রদান করা হয়। একজন নিবন্ধিত সদস্য একত্রে অনধিক দুইটি বই একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য সংগ্রহে রাখতে পারে। অনিবন্ধিত সদস্যরা শুধু গ্রন্থাগার খোলা থাকার সময় পাঠকক্ষে বই নিয়ে পড়তে পারে। আবেদনপত্র সংগ্রহ করতে ২০ টাকা ও ফি বাবদ ২০০ টাকা জমা দিয়ে যে কেউ গ্রন্থাগারের নিবন্ধিত সদস্য হতে পারেন।

গতানুগতিক শিক্ষা কার্যক্রমের বাইরে শিক্ষার্থীদের সৃজনশীলতা বিকাশের লক্ষ্যে গণগ্রন্থাগারের উদ্যোগে স্থানীয় সকল মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও কলেজে প্রতি শিক্ষাবর্ষের শুরুতে সৃজনশীল প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের লেখা কবিতা, গল্প ও প্রবন্ধ নিয়ে প্রতি তিন মাস পর পর দেয়াল পত্রিকা প্রকাশ করা হয়।

মাত্র অল্প কয়েক বছরে প্রান্তিক জনপদে তরুণ-যুবকদের মাঝে এই গণগ্রন্থাগার ব্যাপক সাড়া ফেলেছে। সকাল-দুপুর-বিকেলে পাঠাগারের টেবিলে টেবিলে পাঠকের ভিড় জমে। তরুণ পাঠকেরা জ্ঞান অন্বেষণে ছুটে আসেন এখানে। এর মাধ্যমে তারা নিজেরা আলোকিত হচ্ছে, আলোকিত করে তুলছে গোটা এলাকা।

ব্যানবেইস
পরিচালকের কার্যালয়
চীফ, ডি.এল.পি বিভাগ
সিস্টেম এনালিষ্ট
সিস্টেম ম্যানেজার
স্বাক্ষর